বিষয়বস্তুঃ কৃপণতার পরিণাম

জুমাদাল উখরা মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২২ জুমাদাল উখরা ১৪৪৫ হিজরী, ৫ জানুয়ারি ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১২৭

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۞

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ۞ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدّٰى ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম্ ঈমানদার ভাই সকল ! আজ জুমাদাল উখরা মাসের ২২ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। আজ আমরা আলোচনা করব, 'কৃপণতার পরিণাম' সম্পর্কে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের ৩০তম পারায় সূরা লায়লের ৮, ৯, ১০, ১১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ۞ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدّٰى ۞

"আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয়, এবং

উত্তম বিষয়কে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য কষ্টের পথকে এমনভাবে সুগম করে দিই যে, যখন সে অধপতনের শিকার হয় অর্থাৎ বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন তার সম্পদ তার কোন কাজে আসে না।" এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কৃপণতার ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন। সেজন্য আজ আমরা কৃপণতার পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

সুধী বন্ধুগণ ! আমরা প্রথমে জানব, কৃপণতা কাকে বলে ? ইমাম রা-গিব ইস্পাহানী (রহ) মুফ্রাদা-তুল কুরআনের ১ম খণ্ডের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "নিজের সঞ্চয়কৃত সম্পদকে নিজের কিংবা অন্যের প্রয়োজনে সমর্থ থাকা ব্যায় না করে জমিয়ে রাখাকে কৃপণতা বলা হয়।"

মনে রাখা দরকার, কৃপণতা সৃষ্টি হয় লোভ-লালসা থেকে। আবার কখনও হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে। অনুরূপভাবে একথাও মনে রাখা উচিৎ যে, হিংসা বিদ্বেষ, লোভ-লালসা এবং কৃপণতা, শত্রুতা ও অহংকার এ সমস্ত গোনাহগুলি অন্তরের গোনাহ। এ ধরণের গোনাহের কারণে

অন্তর কলুষিত হয়।

আর একটি কথা বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার, যদি কোন ব্যক্তি এসমস্ত অন্তরের গোনাহগুলির মধ্য থেকে কোন একটি গোনাহ অন্তরে পুষে রাখে, তাহলে ওই গোনাহটি তার অন্তরে বাকি অন্য গোনাহগুলিকে ডেকে আনে।

যেমন আমাদের দেহের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন কিছু রোগ জন্ম নেয়, যেগুলি অন্যান্য রোগগুলিকে ডেকে আনে। যেমন উদাহরণ স্বরূপঃ কোলেস্টেরল, সুগার, প্রেসার, ইউরিক এসিড, থায়রয়েড ইত্যাদি। এগুলি একে অপরকে ডেকে আনে। বাস্তবে আমরা যারা ভুক্তভুগি তারা সকলে এবিষয়ে ভাল করে জানি। সেজন্য যখনই এগুলির মধ্য থেকে কোন একটি রোগ আমাদের দেহের মধ্যে বাসা বাঁধবে, তখনই সতর্ক হতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তাকে নির্মূল করার চেষ্টা করতে হবে। কিংবা নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে। তানাহলে অন্য রোগগুলিকে দা'ওয়াত দিয়ে ডেকে আনবে। তখন বিষয়টি

আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

অনুরূপভাবে আমাদের অন্তরের গোনাহগুলির অবস্থা। যখনই কোন একটি গোনাহ আমাদের অন্তরে বাসা বাঁধবে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে তার মূলৎপাটন করা উচিৎ। যদি নিজের দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে কোন আল্লাহর ওলী মানুষ কিংবা অভিজ্ঞ আলেমের নিকট পরামর্শ নিতে হবে। তাঁরা যে পন্থা ও আমল বলে দিবেন, সেটা সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। তানাহলে ওই গোনাহটি অন্য গোনাহগুলিকে দা'ওয়াত দিয়ে ডেকে আনবে। তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবে।

এর সাথে সাথে আরেকটি কথা মনে রাখা উচিৎ। সেটা হল, মানুষ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে সমস্ত গোনাহগুলি করে থাকে, যেমন লড়াই-ঝগড়া, খুন-খারাবী, যেনা-ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ, ইত্যাদি, এসমস্ত মারাত্মক অপরাধগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তরের মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে পুষে রাখা গোনাহগুলির কারণে সংগঠিত হয়। অর্থাৎ অন্তরের ওই গোনাহগুলি বাহ্যিক অপরাধ আনজাম দিতে উৎসাহ দেয়।

সেজন্য একজন ঈমানদারের প্রধান কর্তব্য হল, অন্তরের গোনাহগুলিকে অবিলম্বে নির্মূল করা।

যাইহোক আমরা মূল বিষয়ের দিকে ফিরে আসি। বলছিলাম যে, আমাদের অন্তরে সাধারণত কৃপণতার রোগ সৃষ্টি হয় লোভ-লালসার কারণে। যার শেষ পরিণাম হল, নেফাক অর্থাৎ দ্বিচারিতা। এটা পরস্পর কীভাবে ঘটে দেখুনঃ প্রথমে মানুষের অন্তরে দুনিয়াবী সম্পদের লোভ-লালসা পয়দা হয়। তারপর ওই লোভ-লালসা তাকে কৃপণতার গোনাহে লিপ্ত করে। অতঃপর ওই কৃপণতা যখন মানুষের মনের গহীনে বহুদিন বাসা বেঁধে থাকে, তখন ওই গোনাহ তাকে মুনাফিক বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুনিয়ার মানুষদের সামনে নিজেকে দানশীল বলে পরিচয় দিতে চায়। যাতে করে লোকে তাকে কৃপণ না বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ভিতরে ভিতরে কৃপণ। যেটা কখনও কখনও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে লেনদেন ও আচার-ব্যবহারের সময় প্রকাশ পায়।

সুধী বন্ধুগণ ! এ বিষয়ে আমরা একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

লক্ষ্য করি। যার পরিপেক্ষিতে কুরআন করীমের ৩টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঘটনা ও আয়াত

প্রথমে আমরা ঘটনা লক্ষ্য করি। জেনে রাখা দরকার, সবেচেয়ে প্রাচীন ও পূর্ণাঙ্গ তাফসীরের কিতাব হল, তাফসীরে তবারী। ৩১০ হিজরীতে মৃত্যু ইমাম আবূ জা'ফর তবারী (রহ) এই বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এই তাফসীরে তবারীতে এবং সেখান থেকে সকল তাফসীরের কিতাবে সূরা তাওবার ৭৫, ৭৬, ও ৭৭ নম্বর আয়াতের ব্যাখায় ঘটনাটি লেখা আছে। ঘটনাটির সূত্র যদিও বলিষ্ঠ নয়, তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে সকল মুফাস্সিরগণ এটা বর্ণনা করেছেন।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রযি) বর্ণনা করেছেন যে, সা'লাবা ইবনে হাতিব আনসারী নামে একব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বললেনঃ اُدْعُ اللهَ لِي أَنْ يَّرْزُقَنِي مَالًا "হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ

করে দিন, তিনি যেন আমাকে অনেক ধন-সম্পদ দান করেন।

কিন্তু নবীজি ওই ব্যক্তির জবাবে কী বলেছিলেন ? সেটা একটু গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ দিয়ে শুনব। নবীজি তাকে বলেছিলেনঃ وَيْحَكْ يَا ثَعْلَبَةُ ! قَلِيْلٌ تُؤَدِّي شُكْرَه خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرٍ لَا تُطِيْقُهُ "তোমার সর্বনাশ হতে পারে। হে সা'লাবাহ ! অল্প সম্পদে তুষ্ট হয়ে যদি তার শুকরীয়া আদায় করতে পার, তাহলে সেটা ওই অধিক সম্পদের চেয়ে অনেক উত্তম হবে, যার শুকরিয়া অর্থাৎ হক আদায় করতে তুমি অক্ষম।" আল্লাহু আকবর ! কতবড় মূল্যবান কথা। যাইহোক ওই ব্যক্তি শুনলেন না। আবার বললেনঃ আপনি দুআ করে দিন, যা হয় হবে। কিন্তু নবীজি তাকে আবার নসীহত করে বললেনঃ أَمَا تَرْضٰى أَنْ تَكُوْنَ مِثْلَ نَبِيِّ اللهِ "হে সা'লাবাহ ! তুমি কি আল্লাহর নবীর মত হতে রাযী নও। অর্থাৎ এই দুনিয়াতে যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন ততটুকুর উপরে সন্তুষ্ট থাকতে পছন্দ করনা ? অতঃপর নবীজি বললেনঃ সেই আল্লাহর কসম খেয়ে বলছিঃ "যদি আমি চাইতাম যে,

আল্লাহর মর্জিতে এই পাহাড়গুলি আমার সঙ্গে সোনা-রুপো হয়ে যাক, তাহলে তাই হয়ে যেত।

নবীজির এ নসীহত শুনে ওই ব্যক্তি বললেনঃ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَئِنْ دَعَوْتَ اللهَ فَرَزَقَنِي مَالًا لَأُعْطِيَنَّ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ "হে আল্লাহর রসূল ! আমি সেই আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, যিনি আপনাকে সত্যবাণী দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যদি আপনি আমার জন্য দুআ করে দেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে সম্পদ দান করেন, তাহলে আমি অবশ্যই প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করব এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। অর্থাৎ দান-সদকা করব।

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী ! নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই ব্যক্তির জন্য দুআ করে বললেনঃ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ ثَعْلَبَةَ مَالًا "হে আল্লাহ ! তুমি সা'লাবাহকে সম্পদ দান কর।" সা'লাবা বিন হাতিব মাজলিস থেকে উঠে গেলেন। অতঃপর বাজারে গিয়ে একটি বকরী কিনলেন। নবীজির দুআর বরকতে সেই বকরী ছাগল থেকে দু'চার বছরের মধ্যে অসংখ্য ছাগল পয়দা হল। কয়েক বছরের মধ্যে সা'লাবার

নিকটে এতটা ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ও অন্যন্য প্রাণী বেড়ে গেল যে, মদীনার জায়গা সঙ্কুলন হল না। তিনি সেগুলি সঠিকভাবে দেখভাল করা এবং তার প্রজনন বৃদ্ধির জন্য মদীনার বাইরে অনেকদূরে পাহাড়ি এলাকায় একটি বড় জায়গা কিনলেন।

সুধী বন্ধুগণ ! এটাকেই বলা হয়, লোভ ও লালসা। দিন দিন যতই সম্পদ বৃদ্ধি হয়, ততই মানুষের লোভ-লালসা বেড়ে যায়। আল্লাহ ! আরো দাও, আরো দাও। কিন্তু এর পরিণামে কী ঘটেছিল ? লক্ষ্য করুন। মনে রাখবেন, ওই ব্যক্তি যখন গরিব ছিলেন অর্থাৎ যখন তার ধন সম্পদ কম ছিল, তখন তিনি মদীনার মাসজিদে নববীতে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায নবীজির পিছনে আদায় করতেন। আর যখন তার নিকটে ছাগলপাল ও ধন-সম্পদ বেড়ে গিয়েছিল, তখন তিনি কোন কোন দিন দু'এক ওয়াক্ত নামাযে মাসজিদে হাজির হতে পারতেন না।

মুহতারম ! কী বুঝলেন ? এটাই হল, দুনিয়াবী সম্পদের খাসিয়ত ও বৈশিষ্ট। অতিরিক্ত বেড়ে গেলেই

আল্লাহ থেকে গাফিল করে দেয়। সেজন্যই আল্লাহ তায়ালা সূরা তাগাবুনের ১৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ اِنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ "নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি ফিতনা"

তবে সূরা সাবা'র ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এই দু'টি ফিতনার আলোচনার পর বলেছেনঃ اِلَّا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا "তবে ওই সমস্ত ব্যক্তিরা এই ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে, যারা খাঁটি ঈমান এনেছে এবং সেই মুতাবিক ঈমানকে সতেজ রাখার জন্য নিয়মিত আমল ও ইবাদত করেছে।" আর তার সাথে সাথে ওই সম্পদের যথাযত হক আদায় করে।

যাইহোক ধন-সম্পদ বৃদ্ধির কারণে ধীরে ধীরে ওই ব্যক্তির আমলে ঘাটতি এসে গেল। অতঃপর যখন ছাগলপাল ও অন্যন্য প্রাণী এতটা বেড়ে গেল যে, মদীনাতে আর জায়গার সঙ্কুলন হল না, তখন মদীনার বাইরে অনেকদূরে একটি বড় জায়গা নিলেন। যখন তিনি বাইরে জায়গা নিলেন, তখন তিনি ব্যস্ততার কারণে কোন এক

সপ্তাহে জুমুআর নামাযে হাজির হতে পারেন নি। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন মাজলিসে সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সা'লাবাহ কোথায় ? সে জুমুআর নামাযে হাযির হল না কেন ? উপস্থিত সাহাবীরা বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! সা'লাবাহ তো মদীনার বাইরে চলে গেছে। সে এখানে আর থাকে না।

মুহ্তারম সুধীবৃন্দ ! এখানে একটি কথা জেনে রাখবেন, নবীজির যুগে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কায় কখনও জুমুআর নামায আদায় হয় নি। তবে হিজরতের পর মদীনাতে প্রবেশ করে নবীজি মাসজিদে নববী নির্মাণের পূর্বে কুবা নগরে বনূ আমর ইবনে আউফ গোত্রে সর্ব প্রথম জুমুআর নামায কায়েম করেছিলেন। তারপর মাসজিদে নববী নির্মাণ হলে সেখানে বরাবর আদায় করেছেন। আর সীরতের কিতাবগুলি থেকে জানা যায় যে, নবীজির যুগে মদীনাতে শুধুমাত্র মাত্র একটি জায়গায় জুমুআর নামায হত। সেটা হল, মাসজিদে নববী। এ ছাড়া আর কোথাও জুমুআর নামায হত না। অবশ্য পরে আরও দুই জায়গায়

জুমুআ চালু করা হয়েছিল। সেদু'টি হল, 'মক্কা' আর বাহরাইনের 'জুআসাই' নামক জায়গা। নবীজির ইন্তেকালের পূর্বে সর্বমোট এই ৩টি জায়গায় জুমুআ চালু হয়েছিল। এ ছাড়া আর কোথাও না। অতএব বোঝা গেল, ওই ব্যক্তি ধন-সম্পদে এতটা মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, জুমুআর নামাযে হাজির হতে পারেন নি।

সুধী বন্ধুগণ ! এইজন্য আল্লাহর কাছে কখনও ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এভাবে দুআ করতে নেই। বরং এভাবে দুআ করা উচিৎ যে, ওগো আল্লাহ ! তুমি আমাকে প্রশস্ত ও হালাল রুযী দান কর। যেটা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়। এবার আমি আর দীর্ঘ করব না। ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করে শেষ করব, ইনশা আল্লাহ। নবীজি যখন সা'লাবার সম্পর্কে খোঁজ নিলেন, তার কিছুদিন পর তার সম্পদের যাকাত উসূল করার জন্য দুজন সাহাবীকে পাঠিয়ে বললেনঃ যাও তোমরা সা'লাবার কাছে যাও। তার সম্পদের যাকাত আদায় করে নিয়ে এসো। যখন তারা সা'লাবার কাছে গেলেন, তখন সে কি বলল দেখুন। বললঃ

مَا هٰذِهِ اِلَّا جِزْيَةٌ "এটা তো জোর জবরদস্তি ট্যাক্স উসূল করার নামান্তর। এতটা যাকাত দিতে হবে ? না আমি দেব না। এখন যাও পরে ভেবে দেখব।

এরপর ওই দুই সাহাবী মদীনায় পৌঁছে সা'লাবার সম্পর্কে নবীজিকে জানানোর আগেই আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে নবীজির উপর সূরা তাওবার ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ পরস্পর ৩টি আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন। ওই দুই সাহাবীকে দেখা মাত্রই নবীজি বললেনঃ يَا وَيْحَ ثُعْلَبَةَ "সা'লাবাহ ধ্বংস হয়ে গেল" কেননা তার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাকে অবগত করে দিয়েছেন যে, সে মুনাফিক হয়ে গেছে। এবার সূরা তাওবার সেই ৩টি আয়াত শুনুন।

প্রথম আয়াত অর্থাৎ ৭৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهد الله لئن أٰتٰنا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنْ الْصَّالِحِيْنَ "তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে যারা আল্লাহর নামে এই বলে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে তার অনুগ্রহ অর্থাৎ ধন-সম্পদ দান করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই দান করব এবং সৎকর্মীদের

অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব।

৭৬ নম্বর আয়াতে বললেনঃ فَلَمَّا أٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ "অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিজের অনুগ্রহ দান করলেন, তখন তারা কৃপণতা করল এবং নিজেদের কৃত ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অস্বীকার করল।

এরপর ৭৭ নম্বর আয়াতে বললেনঃ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ "তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে নিফাক অর্থাৎ কপটতা ও দ্বিচারিতা স্থান করে দিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলবে।"

ঈমানদার ভাই সকল ! এই ৩টি আয়াতের মধ্যে সা'লাবাহ নামক ব্যক্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃপণতার উৎস এবং তার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর সা'লাবার কী পরিণাম হয়েছিল শুনুন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাকে মুনাফিক বলে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, তাই তার পরিণাম সম্পর্কে তাফসীরের

কিতাবগুলিতে এভাবে বর্ণনা এসেছে যে, নবীজির মাজলিস থেকে একজন ব্যক্তি সা'লাবার কাছে গিয়ে বললঃ হে সা'লাবাহ তুমি কি একথা জান যে, তোমার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে ? সা'লাবাহ তার কথা শুনে নিজেকে খাঁটি মুমিন বলে প্রমাণ করার জন্য নবীজির কাছে দৌড়ে গিয়ে বললঃ হে আল্লাহর রসূল ! ক্ষমা করবেন, আমার দেরি হয়ে গেছে। এই নিন আমার যাকাতটি কবূল করুন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা তোমার যাকাত কবূল করতে নিষেধ করেছেন। নবীজি নিজের জীবদ্দশায় তার যাকাত কবূল করেন নি।

নবীজির ইন্তেকালের পর আবূ বকর (রযি) খলীফা হলে তাঁর কাছেও ওই ব্যক্তি যাকাত নিয়ে আসে। তিনিও কবূল করলেন না। হযরত আবূ বকর (রযি) বললেনঃ নবীজি নিজে নেন নি। আমি কি করে নিতে পারি ? হযরত আবূ বকরের ইন্তেকালের পর হযরত উমার (রযি) যখন খলীফা হলেন, তাঁর কাছেও এসেছিল তিনিও নেন নি।

যাইহোক এই বর্ণনার উদ্দেশ্য হল, কৃপণ ব্যক্তির পরিণাম খুবই ভয়ংকর হবে।

মুহতারম ভাই সকল ! এ ঘটনা দ্বারা বোঝা গেল, যারা দান-সদকা ও যাকাতকে টাক্স এবং জরিমানা মনে করে, তারা খাঁটি ঈমানদার নয়। বরং তারা ঈমানদারের ছদ্মবেশে মুনাফিক। সেজন্য আমরা যখনই সুযোগ আসবে তখনই কৃপণতা না করে সাধ্যানুযায়ী কিছু না কিছু দান-সদকা করব, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে লোভ-লালসা ও কৃপণতা থেকে মুক্ত করে দানশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنْ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ

হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল